422

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... JUL 1 .. 1999 .. ...
পৃঃ ৭ কলাম ৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর ওপর জরিপ

ওরা জানে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

মাসুদ মাহমুদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর ওপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের অধিকাংশই জানে না ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা। তাদের কাছে প্রশ্নমালার মাধ্যমে জানতে চাওয়া হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কি? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কি? নবাব আলী চৌধুরীর বাড়ী কোথায়? নবাব সলিমুল্লাহ'র কবর কোথায়?

এসব প্রশ্নের জবাবে ৪৫ জনই বলেছেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতার নাম জানেন না। অর্থাৎ শতকরা নব্বই জনই জানেন না এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা কে বা কারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট কি ছিল? এ প্রশ্নের জবাবে নয় জন বলেছেন তৎকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। বাকি ৪১ জন এ বিষয়ে কিছুই জানেন না বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ কলিকাতাকেন্দ্রিক তৎকালীন বাবু বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা কি ছিল? এ প্রশ্নের জবাবে উত্তরদাতারা বলেছেন কিছুই জানেন না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর নামই শোনেননি ৪৮ জন। দু'জন বলেছেন টাঙ্গাইল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যার জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই মহান ব্যক্তিত্ব নবাব সলিমুল্লাহর মাজার কোথায়? এর জবাবে ৪৬ জন বলেছেন জানি না? বাকি ৪ জন বলেছেন পুরনো ঢাকায়। জরিপে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান; বাংলা, ইংরেজী, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা রয়েছেন।

নতুন প্রজন্মের এই শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, ইতিহাস কিছুই জানে না কেন? এর কারণ কি? এসব প্রশ্নের জবাবে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ এসএম লুৎফর রহমান বলেছেন, জানবে কিভাবে? জানার তো কোন পথ নেই। যেহেতু ঢাকা ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, মুসলমানদের ইতিহাস সেহেতু এ ইতিহাস প্রকাশ করার কোন ব্যবস্থা নেই।

অথচ প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাদের অবদান রয়েছে তাদের সম্পর্কে জানানোর ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল।

যে উগ্রবাদী হিন্দুরা এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল তাদের সাথে একাত্ম হয়ে কতিপয় মুসলমান নামধারী বুদ্ধিজীবীই এই ইতিহাস মুছে ফেলার কাজটি করেছে। দু'শ' বছরের একটা ইতিহাস মুছে দিতে হিন্দুদের দুই মিনিট সময় লাগে না সেটি প্রমাণিত হয়েছে।

ডঃ এসএম লুৎফর রহমান বলেন, তৎকালীন কলিকাতাকেন্দ্রিক কতিপয় বাবু বুদ্ধিজীবী ঢাকা ভার্সিটি প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিল। এর মধ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম।

সে সময় কলিকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করে এক সভা হয়েছিল। এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজ উল্টো ইতিহাস শুনানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়িয়ে আছে নবাব সলিমুল্লাহ'র জমির ওপর। অথচ সেই মানুষটি আজ উপেক্ষিত। নবাব সলিমুল্লাহ'র কবরটি কোথায় তা কেউ জানে না।

বস্তুত, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষের একটি রাজনৈতিক স্বপ্ন ভেঙে যায়। বাংলা আসাম প্রদেশের রাজধানী হবে ঢাকা, বঞ্চিত মুসলমানরা বৃটিশ শাসনের ভেতরে থেকেই আত্মবিকাশের পথ খুঁজে পাবে। কিন্তু হিন্দু সমাজের তীব্র বিরোধিতার মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করে দেয় তৎকালীন বৃটিশ রাজ।

বঙ্গভঙ্গ হলে ঢাকা নতুন প্রদেশের রাজধানী হবে। কলিকাতাকেন্দ্রিক প্রাণচাঞ্চল্য ভাগ হয়ে চলে আসবে ঢাকায়। ঢাকা মাথা তুলে দাঁড়াবে। বাঙালী মুসলমান আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ খুঁজে পাবে। রাজনৈতিক দৃশ্যপটের এই পরিবর্তন কলিকাতার বাবুরা মেনে নিতে পারেনি। উগ্রবাদী হিন্দু নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রের ফলে পার্টিশন অব বেঙ্গল বাতিল হয়ে যায়।

কিন্তু কলিকাতার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা এবারও বিরোধিতা করেন। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তা বাঙালী মুসলমানদের আত্মবিকাশের নতুন কেন্দ্র হবে- এই দুর্ভাবনা কলিকাতার হিন্দু নেতৃত্বকে তাড়িত করলেও মুসলিম নেতারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই উচ্চতর বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার জন্য।

নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী, শেরেবাংলা একে ফজলুল হক প্রমুখ মনীষী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য শত বাধা তুচ্ছ করে সংগ্রাম করেছেন। তাদের মেধা ও শ্রমের সোনালী ফসল আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অথচ দুঃখের বিষয় আজ এসব কৃতী পুরুষের নাম উপেক্ষিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রজন্মের ছাত্র-শিক্ষক সকল মহল এ ব্যাপারে অজ্ঞ, অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধা অর্থ ব্যয় করা হয় না এর শেকড় সন্ধানে।

এই আত্মবিস্মৃত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তথা নতুন জেনারেশনের মনে জন্ম দিচ্ছে হীনমন্যতা। বৃটিশ ও হিন্দু আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতে পূর্ব পুরুষেরা কি লড়াই করেছেন সেই বীরত্বের কথা জানতে দেয়া হচ্ছে না পরবর্তী প্রজন্মকে।

বরং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের বলা হচ্ছে, প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ তারা ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত। তারা যে সংগ্রামের সূচনা করেন তার হাত ধরেই '৪৭ আর '৭১ হয়ে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস মুসলিম জাগরণের ইতিহাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ইটে এক জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের কথা লেখা আছে। একে অস্বীকার করা নিজেকে অস্বীকার করারই সামিল।